

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

160166 - দশদিনের বদলে দশ রাত্রি উল্লেখ করার প্রজ্ঞাপূরণ কারণ কী?

প্রশ্ন

আমার জনকৈ আত্মীয়ের মনে এ প্রশ্নটির উদ্রকে হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলার বাণীতে: "দশরাত্রি" উল্লেখ করার প্রজ্ঞাপূরণ কারণ কী? অথচ যলিহজ্জের দশদিনের ফযলিত দবিভাগহে ঘটতে থাকে; রাত্রিবিলোয় নয়। তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহর রয়ছে পরপূরণ প্রজ্ঞাপূরণ।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা বলেন: وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ "শপথ ফজরে। শপথ দশরাত্রি।" [সূরা আল-ফাজর (১০২)] আলমেদরে মাঝে মতভেদে ঘটছে যে, শপথকৃত দশ দ্বারা উদ্দেশ্য কী:

১। জমহুর আলমেদরে মতে, সগেলো যলিহজ্জের দশদিন। বরং ইবনে জারীর (রহঃ) এই মর্মে ইজমা (ঐকমত্য) নকল করে বলছেন যে: "সগেলো হচ্ছে— যলিহজ্জের দশরাত্রি; তা'বীলকারগণের (তাফসরিকারগণের) এই মর্মে ইজমা করার দলিলেরে ভিত্তিতে।" [তাফসীরে তাবারী (৭/৫১৪) থেকে সংকলতি]

ইবনে কাছরি (রহঃ) বলেন: "দশরাত্রি: এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যলিহজ্জ মাসেরে দশদিন; যমেনটি বলছেন ইবনে আব্বাস (রাঃ), ইবনু যুবায়েরে ও মুজাহদি প্রমুখ পূর্বসূরি ও উত্তরসূরি আলমেগণ।" [তাফসরিতে ইবনে কাছরি (৪/৫৩৫)]

এখানে একটি প্রশ্ন উত্থাপতি হয়। সটেই হল: দিনিগলোকেরে রাত বলে উল্লেখ করার প্রজ্ঞাপূরণ কারণ কী?

এ প্রশ্নেরে উত্তর নিম্নোক্তভাবে দেওয়া যতে পারে:

এখানে দিনিগলোকেরে সন্ধ্যারেরে রাত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। যহেতু আরবী ভাষায় প্রশস্ততা রয়েছে। কখনও কখনও রাত শব্দ উল্লেখ করে দিনি উদ্দেশ্য করা হয় এবং দিনি শব্দ ব্যবহার করে রাত উদ্দেশ্য করা হয়।

তবে সাহাবায়েরে কেরোম ও তাবয়ীনদেরে মুখে অধিক ব্যবহার হল: রাত শব্দকে দিনি অর্থে ব্যবহার করা। যমেন তাদেরে কথার

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

মধ্যযুগে এসেছে: **صمنا خمساً** (আমরা পাঁচ রাত রযো রাখছি)। যদিও রযো দিনের বলায় রাখা হয়। আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।

বশে কিছু আলমে এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যযুগে রয়েছে ইবনুল আরাবী 'আহকামুল কুরআন' গ্রন্থে (৪/৩৩৪) এবং ইবনে রজব 'লাতায়ফুল মাআরফি' গ্রন্থে (৪৭০)।

২। কিছু কিছু আলমের মতে এবং সটেণ্ডি ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত: এখানে দশরাত দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে— রমযান মাসের শেষে দশরাত্‌রি। তারা বলেন: যহেতে রমযানের শেষে দশরাত্‌রির মধ্যযুগে লাইলাতুল ক্বদর রয়েছে। যেরাতের ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলছেন: "লাইলাতুল ক্বদর (ক্বদরের রাত) হাজার মাসের চয়ে উত্তম"। তিনি আরও বলেন: "নিশ্চয় আমরা একে (এই কুরআন) নাযলি করছি এক বরকতময় রাতেরে। নিশ্চয়ই আমরা সতর্ককারী। এ রাতেরে প্রত্যেকে প্রজ্ঞাপূর্ণ নরিদশে জারী করা হয়।" [সূরা দুখান, ৪৪:৩-৪]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) এ মতকে নরিবাচন করেছেন; কেননা আয়াতেরে বাহ্যিকতার সাথে এটাই সামঞ্জস্যপূর্ণ।

দখুন: শাইখ উছাইমীনের 'তাফসরি জুয আম্মা'